হরিণাকুণ্ডুতে ৪০ পিচ ইয়াবাসহ দুই জন গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ডিবি পুলিশ ৪০ পিচ ইয়াবাসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে।

ডিবি পুলিশ ও হরিণাকুণ্ডু থানা সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে নয়টার সময় ওসি ডিবি আনোয়ার হোসেনের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে ডিবি এসআই সেলিম রেজার নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ হরিণাকুণ্ডু উপজেলার তৈলটুপি বাজারের পার্শে জামাত আলীর সমিলের সামনে হরিণাকুণ্ডু-তৈলটুপি সড়কের উপর থেকে জামিরুল ইসলাম আকাশ (২৪) ও মিজানুর রহমান মিজান এর কাছথেকে ৪০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

গ্রেফতারকৃত জামিরুল ইসলাম আকাশ পৌরসভাধীন সুড়া গ্রামের নূরুল ইসলামের ছেলে এবং মিজানুর রহমান দৌলতপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে।

হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে, যার নং ০৪ তাং ১২/০১/২০২১। আজ বুধবার সকালে আসামীদের ঝিনাইদহ কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে ।

চুয়াডাঙ্গায় করোনায় এক জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে শাফা উদ্দিন (৬৬) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বড় গাংনীর বাসিন্দা।

আজ সকাল সাড়ে সাতটার সময় তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ জানুয়ারি করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

এখন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা রোগী ভর্তি আছেন ৩ জন। আজ নতুন করে করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন আরও দুইজন মোট করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছেন ১০ জন।

ঝিনাইদহে করোনা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে মহামারি করোনা ভাইরাস ও ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে বুধবার সকালে সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম, মেডিকেল অফিসার ডা: শারমিন নাহার, ডা: তালাদ তাসনিম, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয় সিনিয়র অফিসার আব্দুর রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানসহ অন্যান্যরা।

এসময় বক্তারা, মহামারি করোনা ও ডেঙ্গু কিভাবে ছড়াই সেব্যাপারে সচেতনতা ও প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাসহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার আহ্বান জানান।

প্রকাশ্যে নৌকার সীল মারতে নির্দেশ দিলেন মেয়রপ্রার্থী, ভিডিও ভাইরাল

মেয়রের ভোট প্রকাশ্যে মারতে নির্দেশ দিযেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়রপ্রার্থী এনামুল হক। তিনি একটি নির্বাচনী সভায় সমর্থক ও ভোটারদের উদ্দেশে বলেছেন, কাউন্সিলরের ভোট দুটি গোপন কক্ষে গিয়ে আর মেয়রের ভোটটি সবার সামনেই দিতে হবে।

এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও ক্লিপ ফাঁস হওয়ার পর তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই পৌরসভার স্বতন্ত্র মেয়রপ্রার্থী আরিফুল ইসলাম।

ফাঁস হওয়া ভিডিও ক্লিপে আওয়ামী লীগের মেয়রপ্রার্থী এনামুল হককে নির্বাচনী সভায় ভোটারদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি যদি ওপেন ভোট দেন, তাহলে তো কেউ নিষেধ করতে পারবে না। কারণ আপনাদের মধ্যে যাতে দূরত্ব না বাড়ে। ভোট আপনিও দিতে চেয়েছেন আরেকজনও দিতে চেয়েছে। এখন আরেকজন যদি ভিতরে ঢুকে ভোট দেয় তাহলে মনে সন্দেহ দেখা দেবে।

মনে হবে ও হয়তো নৌকায় ভোট দেয়নি। তাই আপনারা সব ওপেন করে দেন। তাহলে আর একে অপরের প্রতি সন্দেহ থাকবে না। আপনারা কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলরের ভোট ভিতরে গিয়ে দেবেন আর এই ভোটটি (মেয়র) সরাসরি সামনে দেবেন।’

১ মিনিট ২২ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ক্লিপে এনামুল হককে আরও বলতে শোনা যায়, ‘ভোট ভয়ের কোনো ব্যাপার না। আমি যদি ওপেন সিল মেরে দিই তাহলে কারো কিছু বলার নেই। সবাই নৌকায় সিল মেরে দেবেন প্রকাশ্যে, কোনো সমস্যা নাই। যেখানে সবাই একতরফা ভোট দেবে সেখানে কেন আপনি সন্দেহের মধ্যে থাকবেন। তাই কাউন্সিলরের দুটি গোপন কক্ষে আর মেয়রের ভোটটি প্রকাশ্যে দেবেন, কাউকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।’

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের মেয়রপ্রার্থী এনামুল হকের ব্যক্তিগত ফোনে কল করা হলে তিনি তা বারবার কেটে দেন। তাই তার বক্তব্য নেয়া

সম্ভব হয়নি।

নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ও মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘মেয়রপ্রার্থী এনামুল হককে ডেকে এনে সতর্ক করা হয়েছে। তাকে এ ধরনের বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।’

মেহেরপুরে খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক সেমিনার

মেহেরপুরের গাংনীতে মুজিব বর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন করে উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে খাদ্যের নিরাপদতা শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা কৃষি অফিসার কে এম শাহাবুদ্দিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি রমজান আলী ও বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপন।

অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, চাকরি জীবি, আইনজীবি, পুলিশ, শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ উপস্তিত ছিলেন।

এসময় ভেজাল খাদ্য বিষয়ক প্রামণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনসিসি ২৩ ব্যাটালিয়ন এর উদ্যোগে মাস্ক ও কম্বল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বিএনসিসি এর উদ্যোগে মাস্ক ও কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ হতে বড়বাজার হাসান চত্বরে পর্যন্ত র্যালী করে বড়বাজার হাসান চত্বরে কম্বল বিতরণ ও মাস্ক বিতরণ করেন।

এসময় অংশ গ্রহণ করেন সুন্দরবন রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ৬ টি প্রতিষ্ঠান।

চুয়াডাঙ্গা জেলার ছয়টি ইউনিট হলো- চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, ভি জে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সরোজগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, জীবননগর ডিগ্রী কলেজ, দর্শনা সরকারি কলেজ ও এম এ বারী উচ্চ বিদ্যালয়।

কম্বল বিতরণ অনূষ্ঠানে মেজর মোঃ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রাশীদ।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সার্জেন্ট অনিত হাসান ও সার্জেন্ট টি জে তানভীর।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে কে হচ্ছে নৌকার মাঝি?

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে কে হচ্ছে নৌকা নৌকার মাঝি। আজ বুধবার বিকালে মন্ত্রাণালয়ের নির্বাচন কমিটির মিটিং এর মাধ্যমে ঘোষণা দিবেন।

এ নিয়ে এলাকাজুড়ে চলছে নিস্তব্ধতা। থমকে আছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সকল কর্মীরা তাকিয়ে আছে কেন্দ্রের দিকে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামীলীগের ৭ জন ও কৃষকলীগের ১ জন মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

বর্তমানে নমিনেশন প্রাপ্তি সকল নেতাকর্মীরা ঢাকায় অবস্থান করছে। নৌকা পেতে চলছে কেন্দ্রীয় লবিং।

নৌকা পেতে সবাই আশাবাদী। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক জুড়ে চলছে দোয়া কামণা সহ দিচ্ছে উন্নয়ন মূলক প্রতিশ্রুতি।

এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির নমিনেশন পেলেন সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মীরমহি উদ্দিন।

বিএনপির পক্ষ থেকে নমিনেশন পেলেও কোন নেতাকর্মীদের উল্লাস অথবা দেখা যায়নি নির্বাচন মাঠে।

সাকরাইনে ডিজে, আতশবাজি, ফানুস ও মদ নিষিদ্ধ চেয়ে ডিএমপিতে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালার চিঠি

সাকরাইনে ডিজে পার্টি, আতশবাজি, ফানুস ও মাদক নিষিদ্ধের কার্যকরী নীতিমালা চেয়ে ডিএমপি কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন পুরান ঢাকার ৮৩ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে মিন্টো রোডে ডিএমপি কমিশনার বরাবর পাঠানো এক চিঠি তারা এ আহবান জানান। চিঠিতে পুরান ঢাকাস্থ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, আগামী ১৪-১৫ই জানুয়ারী’ ২০২১ ইং পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ‘সাকরাইন’ নামক একটি অনুষ্ঠান পালিত হতে যাচ্ছে। এ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার, গোয়ালনগর, লক্ষ্মীবাজার, সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া, লালবাগসহ পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ছাদগুলোতে নানান আয়োজন হয়। এর মধ্যে আছে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগীতা, ডিজে পার্টি, আতশবাজি-ফানুস উড়ানো। এ

কারণে বায়ুতে বিষাক্ত কণা ছড়িয়ে পড়ে, যার দরুণ পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। এছাড়া বিস্ফোরকের উচ্চ ও ভীতিকর শব্দে অসুস্থ রোগীদের হৃদযন্ত্রজনিত রোগ বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, সাইকরাইনকে কেন্দ্র করে মুখের মধ্যে কেরোসিন নিয়ে ‘আগুন খেলা’ নামক ভয়ঙ্কর খেলা প্রদর্শিত হয়, যা করতে গিয়ে অনেকের মুখ ঝলসে যাওয়ার ঘটনা ঘটে অহরহ। এছাড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পরে আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসময় ছাদগুলোতে বিকট শব্দে রাতভর গান বাজানো হয়, যা চারপার্শ্বের জনগণকে মারাত্মক বিরক্ত করে। অথচ এত উচ্চ শব্দে গান বাজানো ‘শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬’ অনুসারে অপরাধ বটে। তারা আরো বলেন, সাকরাইন উৎসবের নামে চলে মদ-গাজা ও ইয়াবা সেবন ও ডিজে পার্টি। অথচ বাংলাদেশের আইনে জনসাধারণের জন্য মদ-গাজা- ইয়াবা’র মত মাদকের সেবন ও কেনাবেচার উপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

মূলতঃ মদ খাওয়া কিংবা ডিজে পার্টি নামক উশৃঙ্খলতা কখনই আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানের কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের ‘নৈতিকতা’ নিয়ে চিন্তিত। এসব অনুষ্ঠানে গিয়ে তারা আমাদের আদি সংষ্কৃতি থেকে সরে যাওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে। উল্লেখ্য সম্প্রতি রাজধানীতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এক ছাত্রীর ধর্ষণ ও হত্যার খবরে আমরা এমনিতেই আতঙ্কিত। এর মধ্যে নতুন করে সাকরাইনের উন্মাতাল মদ ও ডিজে পার্টির নামে নতুন কোন ধর্ষণ বা হত্যার ঘটনার জন্ম হলে তা দেশ ও জাতির জন্য সত্যিই ভয়ানক হবে।

ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালারা বলেন, থার্টি ফাস্ট নাইটকে ঘিরে নিরাপত্তার জন্য ডিএমপি ১৩ দফা নির্দেশনা দিয়েছিলো, যা অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু অনেক এলাকায় সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করতে দেখা যায়, যার কারণে মিডিয়াতেও শিরোনাম হয়, “প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই থার্টি ফার্স্ট উদযাপন। (তথ্যসূত্র: বাংলাট্রিবিউন, যমুনানিউজ, ১লা জানুয়ারী, ২০২১) মূলতঃ উক্ত নির্দেশনায় বাড়ি ছাদে ডিজে পার্টি নিষিদ্ধ হলেও বাড়িওয়ালার দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ ছিলো না। আবার আতশবাজি ও পটকা ফোটানো নিষিদ্ধ হলেও পটকা-আতশবাজি কেনাবেচার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিলো না এবং সেক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগও ছিলো না। এ কারণেই সম্ভবত নির্দেশনা থাকার পরও অনেকে তা উপেক্ষা করতে পেরেছে।

সাকরাইন উপলক্ষে ডিএমপির কাছে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী ও

বাড়িওয়ালারা ২টি দাবী করেন-
এক, অনলাইন বা মাঠপর্যায়ে (দোকানে) যারা আতশবাজি বা ফানুস ক্রয়-বিক্রয় করছে তাদের গ্রেফতার করা এবং আইনত শাস্তির মুখোমুখি করা। দুই, কোন বাড়ির ছাদে কোন আইন শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ (ফানুস উড়ানো, আতশবাজি, ডিজে পার্টি, জনসমাগম, মদ-গাজা-ইয়াবা সেবন, আগুন খেলা, উচ্চস্বরে গান বাজানো ইত্যাদি) সংঘটিত হলে তার দায় ঐ বাড়ির বাড়িওয়ালার এবং এর জন্য ঐ বাড়িওয়ালাকেই আইনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে- এই মর্মে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা।

আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন ডিএসসিসি মেডিকেল রোড সাইড মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি মুহম্মদ কবির হুসাইন মনা, নাজিরাবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ আল রাশিদ, নাসির উদ্দিন সরদার লেন ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম, চকবাজার বেগমবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ কাউসার রহমান, সিদ্দিকবাজারের ব্যবসায়ী মুহম্মদ মোস্তাক, কাজী আলাউদ্দিন রোডের ব্যবসায়ী মেহেদী হাসান, হোসনী দালান এলাকার বাড়িওয়ালা মুহম্মদ হাসু, মিডিফোর্ড রোডস্থ ব্যবসায়ী ফয়জুর রহমানসহ পুরান ঢাকাস্থ ৮৩ ব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালা। (প্রেস রিলিজ)

কুষ্টিয়ায় মেয়ের মৃত্যুর পর বাবার মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মেয়ের আত্মহত্যার খবর শুনে দুই ঘণ্টা পর হৃদযন্ত্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার বাবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মিরপুর পৌরসভার সুলতানপুর এলাকায় এ করুণ ঘটনা ঘটে।

আত্মহননকারীর নাম শান্তনা আক্তার (২২)। সে পৌরসভার সুলতানপুর এলাকার মোস্তফা মিয়ার কণ্যা।

মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শুভ্র প্রকাশ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সকালে পারিবারিক বিষয় নিয়ে শান্তনা আক্তারের

সঙ্গে তার মায়ের বাক-বিতণ্ডা হয়।

এতে মায়ের ওপর অভিমান করে বেলা ১২টার দিকে নিজ ঘরে গলায় দড়ি দেয় শান্তনা। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মেয়ের এমন অপমৃত্যুর শোক সইতে না পেরে এর দুই ঘণ্টা পর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একই হাসপাতালে তার বাবা মোস্তফারও মৃত্যু হয়।

তিনি আরও জানান, শান্তনার বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছিল। চার বছরের একমাত্র ছেলে নিয়ে সে বাবার বাড়িতে থাকতো।

কুষ্টিয়ায় নৌকার প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইলেন জেলা তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়া পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে সরকারের চলমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে নৌকার পক্ষে ভোট চাইলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের নেতারা।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকায় কুষ্টিয়া পৌরসভার বারবার নির্বাচিত পৌর মেয়র, বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ার আলীর পক্ষে নৌকা প্রতীকে ভোট চান।

এসময় লিফলেট বিতরনসহ ভোট প্রার্থনা করেন তাঁরা।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মোমিনুল ইসলাম বকুল, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী মাস্টার, সদস্য হেলাল উদ্দিন, ডাঃ বাচ্চু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।